আপনাদের স্নেহ ও আশীর্বাদের প্রভাব আমার গানে.....

আমি আপনাদের শিবপ্রিয়া বলছি.....

শ্রদ্ধাভাজনেষু,
আমি শিবপ্রিয়া। চেনাজানারা ডাকে রোজী বলে,তবে শিবপ্রিয়া নামটাই বেশি পছন্দ, কারণ এটা আমার দাদা বা গুরুর নামের সঙ্গে জড়িয়ে ----আমার দাদামশাই, পন্ডিত শিবকুমার চট্টোপাধ্যায়,সঙ্গীতশাস্ত্রী,-- গতশতাব্দীতে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের জগতে, বিশেকরে টপ্পাঙ্গ গায়কিতে,রানাঘাট ঘরানার,এক উজ্জ্বল নাম। সত্যজিৎ রায়,ঋত্বিক ঘটক, তরুন মজুমদার তাঁদের কালজয়ী বিভিন্ন চলচ্চিত্রে, ওঁর গাওয়া টপ্পা ও শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ব্যবহার করেছেন। আমার বহুবছরের ইচ্ছে, দাদা ও বড়দির(দাদার বড় বোন,লক্ষ্ণৌনিবাসী সন্ধ্যা বন্দ্যোপাধ্যায়,সঙ্গীতসৃষ্টির জগতে আর এক বিরল প্রতিভা)কিছু গান আপনাদের কাছে নিবেদন করবার। আমার সীমিত ক্ষমতা,সামর্থ ও এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায়,হয়তো অনেক ত্রুটি থেকে যেতে পারে, জানতে বা জানাতে পারলে সংশোধনের চেষ্টা করবো,আমাকে ক্ষমা করবেন।
আমার গুরুর বিষয়ে কিছু বলার আগে,আমি শিশুকাল থেকে যে বিখ্যাত সঙ্গীতকার ও সঙ্গীতস্রষ্টাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অনাবিল স্নেহাশীর্বাদ পেয়েছি, তাঁদের সম্পর্কে দুএকটা কথা না বললে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।
প্রখ্যাত নজরুলগীতিশিল্পী ও নামজাদা gynaecologist ডঃ অন্জলি মুখোপাধ্যায়ের(দাদার সেজ-বোন) হাতে ও তত্ত্বাবধানে আমার জন্ম। জন্মাবার পরে শিশুরা যে প্রথম কান্না কাঁদে,সেটা শুনে অজুমা দাদাকে হাসতে হাসতে বলেছিলো শুনেছি, তোমার নাতনীতো সুরে কাঁদছে, দেখো ও তোমার মুখ রাখবে। শুনে দাদার নাকি কি হাসি,বলেছিলো, ও আমার দিঃহ্ ভাই! কাল থেকেই ওর তালিম শুরু হবে।
সেই সময়ে আমরা সোনারপুর থাকতাম। মাঝে মধ্যে বাবাইএর সঙ্গে অফিসফেরতা সুমনuncle আসতো শুনেছি আমাদের বাড়ী। আমাদের তেতলার দক্ষিণের বারান্দায় শতরঞ্চি পেতে,হারমোনিয়াম নিয়ে বলতে গেলে একক গানের আসরে, সুমন uncle একের পর এক অজস্র গান গেয়ে চলতো মনের আনন্দে, সঙ্গে চা মুড়ি বেগুনী বা ওই ধরনের, আমি শুয়ে থাকতাম rubber cloth আর কাঁথার ওপর, হারমোনিয়ামের সামনে। বয়স ৪/৬ মাস হবে। uncle আমাকে ক্ষুদ্র বলতো। কখনো বলতেন,আরে এতো গানের ঠিক তালে তালে হাত পা নাড়ছে, তোমার মেয়ের গান বাজনা হবে রে প্রদ্যোত ।আমার নাম দিয়েছিলেন নয়নতারা। পরে শুনেছি ওই নামে একটা গান ও বেঁধেছিলেন। এই ভাবেই স্নেহাশীর্বাদ পেয়েছিলাম আমাদের প্রজন্মের প্রবাদপ্রতীম শিল্পী আজকের কবীর সুমনের, বেয়াল্লিশ বছর আগে সেদিনের সুমন চট্টোপাধ্যায়ের।
জন্মের পরে এক/দু বছর বেশিরভাগই রানাঘাট থাকতাম মামায়ের সঙ্গে মামার বাড়ি,মামুনি-দাদার সঙ্গে। কলকাতা/দূর্গাপুরে কয়েকটি গানের স্কুল ছাড়াও রাণাঘাটে দাদার বিরাট সঙ্গীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, নগেন্দ্র সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়। তাছাড়া কলকাতায় পন্ডিত জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গীত শিক্ষা কেন্দ্র সৌরভের সঙ্গে জন্মলগ্ন থেকে আমৃত্যু জড়িত ছিলেন ধারাবাহিক বিশেষ শিক্ষক, পরীক্ষক ও নিয়ামক হিসেবে।
দাদার রাণাঘাটের গনের স্কুলের বার্ষিক সঙ্গীতানুষ্ঠান হতো খুব বড়ো করে। দেশের তাবড় শিল্পীরা আসতেন। আমার জন্মলগ্নের পর দুবছর,আগেই বলেছি,আমি ওখানে ছিলাম। সন্ধ্যেয় বাড়ীর সবাই যেতেন conference hallএ,অনুষ্ঠানের সময় ।আমিও যেতাম দোলনায় চড়ে। গ্রীণরুম থেকে stageএ যাবার মুখে আমি দোলনায় দুলতাম। সব শিল্পীই stageএ ঢুকবার আগে আমায় একটু আদর করে মাথায় হাত বুলিয়ে অনুষ্ঠান করতে ঢুকতেন শুনেছি মামুনির মুখে। মামুনি মানে আমার দিদিমা।
এই ভাবে আশীর্বাদ পেয়েছি ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় ,তারাপদ চক্রবর্তী,চিন্ময় লাহিড়ী,জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ, গুরু বন্দনা সেন,এ,টি,কানন, মীরা ব্যানার্জি ,পূরবী মুখোপাধ্যায়ে,কল্যানী চৌধুরী, ওস্তাদ কাদের বক্স(দাদার গুরুজী),নিখিল ব্যানার্জি,প্রসূন ব্যানার্জি প্রমুখের। অবশ্য তখনকার দিনে,বেশিরভাগ এই সব শিল্পীরা, বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই আমার মামাবাড়ী এসে উঠতেন। তাই ঘরোয়া মজলিশ ও উঠতো শুনেছি দারুন জমিয়ে। সেই সব গান, নাচ ও নানা বাদ্যযন্ত্রের সুর ও ধ্বনি, আমার কানে অভিমন্যুর মতো,আশীর্বাদ হয়ে ঢুকেছিলো নিশ্চয়। তাই শিশুকাল থেকে আমার প্রথম ভালোবাসা ও আনন্দ: গান-নাচ-সঙ্গীতের ঝঙ্কার। তবে ধারাবাহিক ভাবে সেই ভালোবাসার পরিচর্য্যা করতে পারিনি। সেকথা পরে বলছি।
তাছাড়া আমার ঠাকুরদা,ঈশ্বর নীরদ বরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছিলেন সঙ্গীতের ধারক ও বাহক। তিনি নানা যন্ত্রবাজনায় ও বিশারদ ছিলেন। যেমন সেতার,এসরাজ,বীণা ও তবলা। কিন্তু আমার দুঃর্ভাগ্য,আমার জন্মের বহু আগেই ইহলোক ত্যাগ করেন অতি অল্প বয়সে। তাঁর প্রত্যক্ষ আশীর্বাদ না পেলেও, তাঁর ভালবাসা ও আশীর্বাদকে আমি ধরে রাখবার চেষ্টা করে যাচ্ছি।

নগেন্দ্র সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় যাঁর নামে,সেই নগেন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় ছিলেন আমার দাদার দাদামশাই, মায়ের বাবা। গত শতকের প্রথমদিকে, তিনি ছিলেন খ্যাতির শিখরে,বাঙলা টপ্পা গানের অভিভাবকতুল্য। পরিচিত ছিলেন নগেনকত্থক হিসেবে। দেশের নানা রাজবাড়ী ও বড় জমিদার বাড়ী থেকে তাঁর ডাক পরতো সভাগায়কদের অন্যতম হিসেবে। তখনকার দিনে Google, Wikipedia ছিলো না। কিন্তু বাঙলা encyclopaedia বিশ্বকোষে বিস্তারিত বিবরন লিপিবদ্ধ আছে নগেনকত্থকের। তিনিই ছিলেন দাদার প্রথম ও প্রধান গুরু বাল্যবয়সের। অবশ্য মা সুলতা দেবীর কাছে যোগ্য তালিমও পেরেছিলেন।

আড়াই বছর বয়সে আমরা চলে এলাম এলাহাবাদ , বাবাইএর চাকুরিসূত্রে। শিবকুমার সঙ্গীতজগতে ও পরিচিতমহলে সমধিক প্রচলিত ছিলেন গুলীনদা বা গুলীনবাবু নামে। এলাহাবাদ প্রয়াগ সমিতির তিনি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের convenor. পি,এস্,এস্ এর ভারতবর্ষে যত স্কুলও students আছে, তার ৭০ ভাগ তখন ছিলো পশ্চিমবঙ্গের। যথারীতি কয়েকদিন পরেই দাদা চলে এলেন এলাহাবাদে। একদিন বিকেলে stroller এ বসিয়ে আমাকে নিয়ে গেলেন Albert Road এ P. S. S.এর প্রধান কার্যালয়ে। Governing Bodyএর তাবড় সঙ্গীতপ্রাজ্ঞরা গুলীনবাবুর নাতনীকে আদর করলেন, আশীর্বাদ করলেন, বললেন গুলীনবাবু আপনার নাতনীর দায়িত্ব এখন আমাদের,আপনি নিশ্চিন্তে কলকাতা/রানাঘাট থাকুন। সেদিন সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি লচ্ছু মহারাজের আন্তরীক আশীর্বাদ । কোনো কারণে সেদিন সেখানে এসেছিলেন লক্ষ্ণৌথেকে। মাথায় জপ করে বলেছিলেন, বেটি আচ্ছি কত্থক Dancer বনো। বড়ি হোকে লক্ষ্ণৌ আও, ম্যায় শিখাউঙ্গা!একটু জ্ঞানবুদ্ধি হলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতাম।

সে বছরই শীতকালে সঙ্গীত সমিতির বার্ষিক conferanceএ পন্ডিত মণিলাল নাগ আর পন্ডিত শঙ্কর ঘোষ সেতার আর তবলা বাজাতে এলেন। উঠেছিলেন আমাদেরই সোফতিয়াবাগের বাড়ীতে। একদিন রাতে ওঁরা আর বাবাই মামাই dinner করছিলেন dinning roomএ। ওঁদের হাসিগল্পের আওয়াজে ঘুম ভেঙে গুটগুটকরে এসে দাঁড়ালাম টেবিলের পাশে। শঙ্করদাদা সোল্লাসে বলে উঠলেন,আরে গুলীনদার দিঃহ্ ভাই উঠে পড়েছে! মামাই যেই বলেছে, বাবা একমিনিটও ওকে ছেড়ে থাকতে পারে না, আমরা এখানে আসায় মুষড়ে পড়েছে বেচারা। "আরে ওকে এক্ষুনি রানাঘাটে গুলীনদার কাছে পাঠিয়ে দাও। এতো ভালো উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতশিক্ষক আজকের দিনে বিরল", শঙ্করদাদা ও মণিলালদাদা একসঙ্গে বলে উঠলেন। এক অনন্য যুগ্ম আশীর্বাদ। তার ছমাসের মধ্যে কয়েক বছরের জন্যে পাকাপাকি ভাবে দাদা নিয়ে গেলেন রাণাঘাটে,পড়াশোনা সেখানেই হবে,বললেন বাবাইকে। বাবাই খানিকটা হকচকিয়ে রাজী হয়ে গেল। আমার নাড়া বেঁধে গান শেখার শুরু চার বছর বয়সে, রানাঘাটে, নগেন্দ্র সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে।

ছবছর এলাহাবাদ বাসের পর,বাবাই মামাইরা ভাইয়াকে নিয়েকলকাতা চলে এলো, বাবাই এলো Indo-Danish projectএর সরকারী কাজ নিয়ে। আমি তখন সাত। রানাঘাট থেকে কলকাতায় এসে ভাইয়া আর আমি Auxilium Convent এ ভর্তি হলাম। প্রথাগত পড়াশোনা শুরু হলো। দাদাও খুশী। কলকাতার ক্লাস সেরে রানাঘাট যাবার পথে সপ্তাহে দুরাত্তির আমাদের নাগেরবাজার বাড়ীতে আসতেন, বিশেষকরে আমার গানের জন্যে। তালিম/রেওয়াজ শুরু হলো পুরোদমে,- এবার কলকাতায়।

১৯৮২ সাল। আমি আট। শীতকাল। কলকাতায় ছোট বড় নানা Music Coference আর Circus এর মরশুম। পন্ডিত ভীমসেন যোশী এলেন আমাদের এলাকায় এক কনফারেন্সে গাইতে। উঠলেন আমাদের বাড়ী, ওপরে মেসোর guest roomএ। পরদিন সকালে, ওপরের মাসী - মামাই, আমি আর ভাইয়াকে নিয়ে গেলেন পন্ডিতজীর কাছে,প্রণাম করাতে ও আশীর্বাদ নিতে।

মাসী গিয়েই বললেন, পন্ডিতজী, রোজী খুব ভালো গান গায়। মাসী হিন্দি বলতে পারে না। পন্ডিতজী কি বুঝলেন জানিনে। তবে গান শব্দটা নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন। আমি প্রণাম করতেই সস্নেহে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, তুম গুলীনবাবুসে তালিম লেতি হ্যায়, বহুত বড়ী বাত হ্যায়। তো বেটি এক গানা মুঝেকোভি শুনাও। গানের ব্যাপারে আমার ভয় ডর সেই বয়স থেকেই কম। কি শোনাব গুরুজী? বহুত বড়ি বাত কহে দিয়া বেটি! ফরমায়সি শুনাওগি,আচ্ছি বাত,তা সুবে সুবে আশাবরীকা এক ঝলক্ শুনাও। আমি ছোট্ট একটা বিষ্ণুবন্দনার শ্লোক গেয়ে ৩/৪ মিনিটের আশাবরীর আলাপ শোনালাম। পন্ডিতজী বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, বেটি তুমারা হাত দেখাও। দুহাতের বিভিন্ন রেখা অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন, তারপর গম্ভীর মুখে বললেন,কঠিনাই তপস্যা করো,ধ্যান করো,সঙ্গীতকো দিল্ মে লেকর। হররোজ রেওয়াজ করো সুবে উঠকর্।

Music will live with you, don't leave music for a moment,music will take you to a dizzy height, you put it in your soul. God bless you.

১৯৮৪ সাল। বাবাইএর আবার চাকরি বদল। GOI থেকে Multinational. SIEMENS এ Senior corporate management levelএ Bombay তে assignment . Company দারুন ভালো বাড়ী দিয়েছিলো চেম্বুরে। বাগানে ঘেরা সুন্দর দোতালা বাড়ী। নীচে বিরাট হল ঘরে living, dining . . মামাই সেখানে দুমাসের মধ্যেই বাচ্চাদের নাচগানের স্কুল খুলে ফেললো। আমরা স্কুলে ভর্তি হলাম, আমি বম্বে দূরদর্শনে গানের পরীক্ষা দিলাম। কয়েকদিনের জন্যে কলকাতা আসতে হলো p.s.s.এর পরীক্ষা দিতে দাদার সঙ্গে। সেসময়ের একটা দারুন অঘটন ঘটে গেল। আমার অতি প্রিয় ধাত্রীমাতাতুল্য অজুমা(ডঃ অঞ্জলি মুখার্জি) অকালে অমৃতলোকে চলে গেলেন। শোকে মুহ্যমান দাদার কাছে আমি রইলাম আরো কিছু দিন। একদিন সন্ধ্যায় সরকারীভাবে স্মরণসভা হলো,মনে নেই খুব সম্ভব University Institute Hallএ। দাদার সঙ্গে আমিও গেলাম। গান গাইলামবেদনার্ত আবহে ও সুরে। অনেক জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিরা এসেছিলেন। বিশেষ কিছু মনে নেই। তবে এটা মনে আছে আমাদের সঙ্গে stageএ বসেছিলেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। দুজনেই কাছে ডেকে মাথায় হাত রেখে বললেন,বড় ভালো গাইলিরে মা। আশীর্বাদ করি,মায়ের গান আরো

বেশী করে গাস্ মা। আজ ৩২ বছর পর যখন শ্যামাসঙগীতের গানগুলো record করছিলাম, তখন ভক্তিগীতির ওই legendary ও শ্যামাসঙগীতের প্রাণপুরুষ ধনন্জয়দাদার কথা বারবার মনে পড়ছিলো। ওঁদের আশীর্বাদে আমি আজ গুরুপ্রণাম করতে পারছি।

বম্বে ফিরেই দূরদর্শনের চিঠি পেলাম। শিশু উচ্চাঙ্গ শিল্পী হিসেবে prime time এ একক গান গাইবার সুযোগ পেয়েছি কুড়ি মিনিটের। National level এ সেই আমার প্রথম সঙ্গীত পরিবেশন, দশ বছর বয়সে। গাইলাম দেশ রাগ। প্রশংসা পেয়েছিলাম অনেকজনের কাছ থেকে।

তার পরের বারো বছর নিজেকে তৈরী করবার সময়। পড়াশোনা, গানও চললো দাদার তাগিদে। বছরে চার বার করে আমাকে তালিম দিতে আসতো বম্বে। তাছাড়া মায়ের music ক্লাসে আমার শিক্ষা এবং শেখানো দুটোই চলতো।

মধ্য নয়ের দশকে গত শতকে মহাগুরুনিপাতযোগ, অকস্মাৎ দাদার মহাপ্রয়াণ। কিছুদিন নির্বাক, নিঃশব্দ,নিস্তব্ধ,স্থবির জীবন। শোকস্তব্ধ। ধীরেধীরে জীবনে স্বাভাবিকভাব এলো, বাবাই কলকাতায় বদলি হলো, আমার advance college জীবন শুরু ও শেষ। পেশাগত বিদ্যালাভ। চাকুরিতে প্রবেশ। বিয়ে, সন্তান, সংসার। গান আধোঘুমে জেগে রইলো হৃদয়ে। মাঝেমাঝে এখানে, সেখানে গান,অনুরোধে, office function , পূজামন্ডপ , social meet, picnic, দেশে, বিদেশে বহুবার। বহুযায়গায়। কুড়িটা বছর কেটে গেল এহভাবে। উৎসাহ দেবার লোকের বড় অভাব, এগিয়ে নিয়ে যাবার সেই বলিষ্ঠ হাতটিই বা কোথায়?

মনে খানিকটা বল নিয়ে ঠিক করলাম দীর্ঘদিন গুরুবন্দনা বা গুরুপ্রণাম হয় নি, তাই দাদার গানের ডালি সাজিয়ে কিছু গানের রেকর্ড তৈরী করে নিবেদন করি আপনাদের কাছে। তার সঙ্গে অন্য কিছু গান। যদি আপনাদের ভালো লাগে আমার প্রচেষ্টা সার্থক, আমি আবার আমার প্রথম ভালোবাসাকে গতি দেবার চেষ্টায় ব্রতি হবো,আপনাদের কৃপা প্রার্থনা করি। আমার রেকর্ডিনংএর ব্যপারে প্রভূত সাহায্য করেছেন আর এক দাদা, আমাদের ও আগের প্রজন্মের অনবদ্য musician ও legendary Guitar শিল্পি, সমীর খাশনবীশ, বাবার পঞ্চাশ বছরেরও বেশী সময়ের পরিচিত মুখ । আমি গান গেয়ে সুর ও কথা শুনিয়েছি, উনি notation তৈরী করে, সমস্ত musical instrument specialists দের arrange করে পরিচালনা করেছেন। তাঁকেও আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

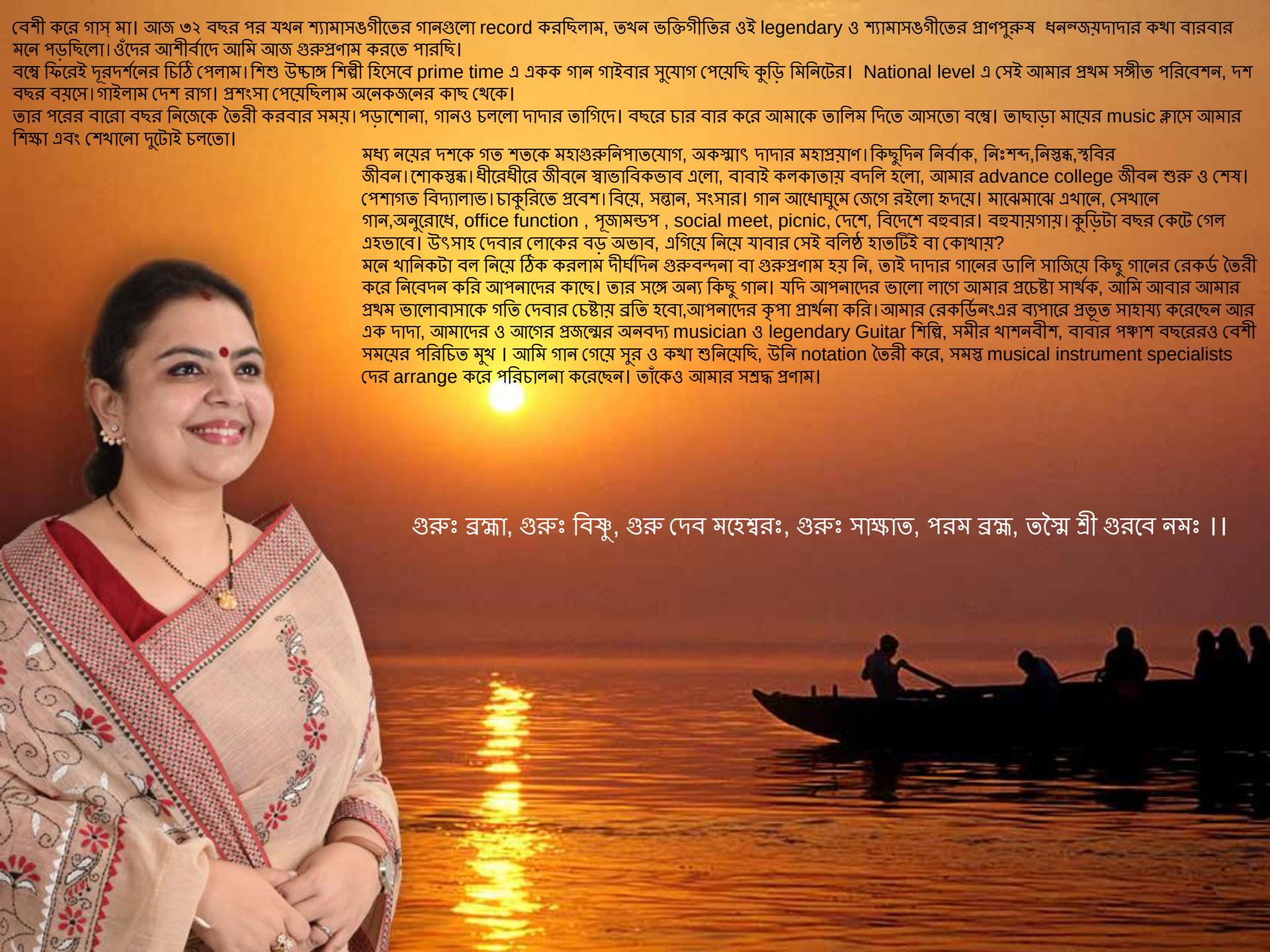

গুরুঃ ব্রহ্মা, গুরুঃ বিষ্ণু, গুরু দেব মহেশ্বরঃ, গুরুঃ সাক্ষাত, পরম ব্রহ্ম, তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ ।।